আজকের কাগজ

তারিখ 02 AUG-1995
পৃষ্ঠা 8 কলাম 2

46

সন্ত্রাস ও শিক্ষাঙ্গন এবং পরিণাম

চার অক্ষরের ছোট্ট একটি শব্দ 'সন্ত্রাস।' শব্দটা শুনামাত্র মন যেনো আঁতকে ওঠে, বুকে যেনো কিসের ব্যথা অনুভব হয়। এ অবস্থা শুধু আমার নয়, সমগ্র দেশবাসীর। সন্ত্রাসীদের ভয়ে দেশবাসী আজ দিশেহারা। আর বর্তমান সরকারের উন্নয়নের ছোয়ায় সন্ত্রাস দেশজুড়ে বিস্তৃতি লাভ করেছে। পবিত্র স্থান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এর কালছোঁয়া থেকে রেহাই পায়নি। এ পবিত্র স্থানগুলোর অবমাননা কোনোভাবেই সমীচীন নয়।

আজকের ছাত্ররাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ কর্ণধার। এ ছাত্ররাই আজ বিপথে চালিত হচ্ছে। এক শ্রেণীর লোক এদের বিপথে চালিত করছে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করার জন্যে। এরা বই খাতার পরিবর্তে এদের হাতে তুলে দিয়েছে অস্ত্র। এরা প্রকাশ্যে দেশের কথা বলে, মানুষের কথা বলে, এদের মুখে ভালোবাসার কথা থাকলেও এদের অন্তরে বাস করে এক ঘৃণ্য কুকুর। এরা সামান্য স্বার্থের জন্যে, ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্যে সারা দেশব্যাপী সন্ত্রাসের রাজত্ব করছে এবং দেশকে ঠেলে দিচ্ছে অতল গহ্বরে। ছাত্রদের নিক্ষেপ করছে অন্ধকারে। এরা না রাজনীতিবিদ না দেশ প্রেমিক। এরা হিটলারের উত্তরসুরি। শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। শিক্ষা ছাড়া কোনো দেশ বা জাতি উন্নতি করতে পারে না। একথা ধ্রুব সত্য। আর এ শিক্ষার মূল কেন্দ্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো রাজনীতির বিষবাষ্পে উত্তপ্ত। পেশী শক্তির কবলে পড়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো স্বকীয় আদর্শ হতে বিচ্যুৎ হয়ে পড়ছে। এগুলো আজ ন্যায়নীতির দ্বারা অবহেলিত। যে শিক্ষকরা দেশের চালিকা শক্তি, পরম শ্রদ্ধার পাত্র অথচ তারাই আজ লাঞ্ছনা আর অপমানের শিকার। শিক্ষাঙ্গনগুলো আজ রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। অস্ত্রের ঝনঝনানীতে এগুলো উৎসব মুখর। পক্ষান্তরে শিক্ষা গ্রহণ করতে আসার অপরাধে ছাত্রদের লাশ হয়ে ঘরে ফেরা। প্রধানমন্ত্রীর নিকট ডিজ্ঞাসা এ অবস্থা একটা জাতির ভবিষ্যতের পথকে অন্ধকার করার জন্যে যথেষ্ট নয় কি? আসলে ভয় দেখিয়ে মারামারি করে মানুষের মন জয় করা যায় না। এতে সাময়িক সাফল্য আসলেও পরিণাম কিন্তু ভয়াবহ।

ফরহাদুল ইসলাম
মোহরা, কুলিরহাট, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম